খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম

বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত

নীতিমালা-২০১৮

কোর্স পরিচিতি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আভ্যন্তরীণ ও বিদেশের চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি জরিপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ ৫/অনুমতি-২৯/৯৪/৫৫৩ শিক্ষা, তারিখ: ০১/০১/১৯৯৫ এর আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মান সম্পৃক্ত রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে শুধুমাত্র ট্রেড অংশ এবং বোর্ড নির্ধারিত দক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী :

- চাকরি বাজারের চাহিদার বিকাশমান গতিধারা (ইমার্জিং ট্রেড) অনুযায়ী শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ;
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ সুগম করা ;
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- এমন এক শ্রেণির কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা, যারা প্রকৌশলীদের কাজে সহযোগিতা করবে ;
- উৎপাদন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত দক্ষ কর্মকুশলীদের কাজে সহযোগিতা করবে ;

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদানের অনুমতির জন্য অ্যাফিলিয়েশন, ট্রেড সংযোজন, স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা :

১. **প্রস্তাবনা :**

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস.আর.ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, 1967 (E. P. Act No.1 of 1967) এর Section 40(2) এর Clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি ও অ্যাফিলিয়েশন, ট্রেড সংযোজন, আসন বৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রদান, নাম পরিবর্তন, স্থানান্তর, নবায়ন বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ও স্বীকৃতির নীতিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হবে।

৩. **সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না হলে এ নীতিমালায় :

৩.১ 'কারিগরি শিক্ষা' অর্থ Technical Education Act, এ 1967 (E.P. Act No.1 of 1967) এর Section-২ এর Clause (d) তে উল্লিখিত Technical education ;

৩.২ 'বোর্ড' অর্থ Technical Education Act, 1967 (E.P. Act no.1 of 1967) এর Section-3 ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical Education Board ;

৩.৩ 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

৩.৪ 'বাছাই কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, যে কমিটি আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে ;

৩.৫ 'ফি' অর্থ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ বুঝাবে ;

৩.৬ 'পরিদর্শন টিম' অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত দল ;

৩.৭ 'অ্যাফিলিয়েশন কমিটি' অর্থ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, ট্রেড সংযোজন, আসন বৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে ;

৩.৮ 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি' অর্থ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদানের সকল শর্ত পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান ;

৩.৯ 'পাঠদানের অনুমতি' অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান ;

৩.১০ 'স্বীকৃতি' অর্থ বোর্ড কর্তৃক এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান ;

৩.১১ 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১২ 'পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঠদানে বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৩ 'স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার' অর্থ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বোর্ড প্রদত্ত অনুমতি রহিত করা ;

৩.১৪ 'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান' অর্থ উদ্যোক্তা/সংস্থা/ট্রাষ্ট/ফাউন্ডেশনের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

৩.১৫ 'শিক্ষার্থী' অর্থ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রী, বালক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বুঝাবে ;

৪.০ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা:

৪.১ প্রতিষ্ঠানের ধরণ :

ক) স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান :

১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এস.এস.সি (ভোকেশনাল) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ;

২। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এইচ.এস.সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রম;

৩। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ৪ (চার)/৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিপরীতক্রম ;

খ) সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান :

১। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) এর সাথে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের (যেখানে বিজ্ঞান গ্রুপসহ নবম ও দশম শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি আছে) কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ;

৪.২ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ :

দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সংযোজন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত নাম বহাল থাকবে। তবে, সাধারণ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ বিশেষায়িত নামের শেষে কারিগরি স্কুল/ভোকেশনাল স্কুল/কারিগরি ইন্সটিটিউট/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট/বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নাম থাকতে হবে।

৪.২.১ জেলা ও উপজেলা এবং সরকার অনুমোদিত কোন প্রকল্পের নাম ব্যবহার করে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবেনা।

৪.২.২ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর একই নামে একই জেলা/উপজেলা/থানায় একাধিক প্রতিষ্ঠান করা যাবে না।

৪.২.৩ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৪.২.৪ নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করলে তার পূনাঙ্গরুপ পাশা পাশি লিখতে হবে। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার নামে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করতে পারবে।

৪.২.৫ প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একইসাথে ইংরেজি নাম অনুমোদন করতে হবে।

৪.৩ ব্যক্তির নামে নামকরণ :

ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১০(দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না।

৪.৪ আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান হতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব :

মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য এস.এস.সি (ভোকেশনাল) প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণভাবে ১ (এক) কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩ (তিন) কিলোমিটার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদেয়/ইস্যুকৃত দূরত্বের সনদপত্রে আবেদিত প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও ঠিকানা সহ দূরত্ব উল্লেখ থাকতে হবে।

৪.৫ প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা :

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ৩০(ত্রিশ) হাজার হতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রজোয্য হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির পরিমাণ :

(ক) প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় ন্যূনতম অখন্ড ২০ (বিশ) শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখন্ড ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমি সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির উপর পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক, আনুষাঙ্গিক ও ট্রেডের জন্য প্রযোজ্য আয়তনের ভবন (পাকা/সেমিপাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাবকবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে।

(খ) সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে পর্যাপ্ত (চালুকৃত শিক্ষাক্রম অতিরিক্ত ৪,০৪০ বর্গফুট) অবকাঠামো থাকলে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম চালু করা যাবে (২টি ট্রেড)। সে ক্ষেত্রে জমির পরিমান শিথিল যোগ্য।

(গ) কোন প্রতিষ্ঠানের একাধিক ক্যাম্পাস থাকতে পারবেনা।

৪.৭ ভৌত অবকাঠামো : পরিশিষ্ট-১।

৪.৮ যন্ত্রপাতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ট্রেডভিত্তিক যন্ত্রপাতির তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের সাথে যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৯ বিদ্যুৎ সুবিধা :

প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র ও প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল দাখিল করতে হবে।

৪.১০ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ :

শ্রেণি কক্ষে প্রতি ট্রেডের ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ, ল্যাবে কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত টেবিল ও বসার চেয়ার এবং শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার টেবিল এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (প্রজেক্টর/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও ইকুইপমেন্ট, মডেল চার্ট), আলমারি ও ফাইল কেবিনেট থাকতে হবে। **পরিশিষ্ট-২**।

৪.১১ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯ (এস আর ও নং ২৬৭-আইন/২০০৯) অনুযায়ী স্বীকৃতি/অনুমতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১২ শিক্ষক-কর্মচারী :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং ৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এসআরও নং ৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশাবলী প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভূক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং **প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে। কোন ভাবে এমপিও দাবি করা যাবেনা।**

৪.১২.১ জনবল কাঠামো :

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০-এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত জনবল কাঠামো :

স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
১	সুপারিনটেনডেন্ট	১ জন	সরকার কর্তৃক জারীকৃত বেতন কাঠামো
২	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন (প্রতি ট্রেড)	
৩	সহকারী শিক্ষক ভাষা (বাংলা/ইংরেজি)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	১ জন	
৪	কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর	১ জন	
৫	নিম্নমান সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	
৬	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসটেন্ট	১ জন (প্রতি ট্রেড) সর্বমোট ২ জন	
৭	বিজ্ঞান ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট	১ জন	
৮	অফিস সহায়ক (গার্ড/মালী/ঝাড়ুদার)	১ জন	
৯	আয়া (কেবলমাত্র বালিকা প্রতিষ্ঠানের জন্য)	১ জন	

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
১	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন (প্রতি ট্রেড)	সরকার কতৃক জারীকৃত বেতন কাঠামো
২	সহকারী শিক্ষক ভাষা (বাংলা/ইংরেজি)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)	১ জন	
	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	১ জন	
৩	কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর	১ জন	
৪	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসটেন্ট	১ জন (প্রতি ট্রেড) সর্বমোট ২ জন	

*** সরকার কতৃক সর্বশেষ জারীকৃত জনবল কাঠামো অনুসরন করতে হবে।**

এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থায় বোর্ড কর্তৃক স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৪.১৩ লাইব্রেরি : পরিশিষ্ট-৭।

৪.১৪ প্রতিষ্ঠানের তহবিল :

৪.১৪.১ সাধারণ তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৪.২ সংরক্ষিত তহবিল :

প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ৪.৩ ধারায় উল্লিখিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে মোট ১৩ (তের) লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়ন কাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনপত্রের সাথে টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফ.ডি.আর.) হিসেবে হালনাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৫.০ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি :

৫.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন পদ্ধতি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইট **(www.bteb.gov.bd)** হতে আবেদনপত্র ও নীতিমালা ডাউন লোড করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ফি বাবদ ৫০০(পাঁচ শত) টাকা সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। অথবা অনলাইনে google বা google chrome web browser এর মাধ্যমে 115.127.13.188:8083 link টি ব্যবহার করে আবেদন করা যাবে।

৫.১.১ অনুমতির জন্য শর্তসমূহ:

৫.১.১.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের একটি পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে ;

৫.১.১.২ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে/পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর অবশ্যই পাঠদানের আবেদনের পূর্বে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারি করতে হবে।

৫.১.১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/ পরিচালনা কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে।

৫.১.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে।

৫.১.১.৫ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ প্রাথমিক বাছাই :

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

৫.২.১ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে উপজেলা/ইউনিয়নে সুষম বন্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.২.২ নীতিমালার আলোকে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামে জমি, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.২.৩ প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিদর্শন ফি জমা নেয়া হবে।

৫.৩ অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৫.৪ পরিদর্শন ফি প্রদান :

বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরির্দশন ফি প্রদানের জন্য অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ পরিদর্শন টীম নির্বাচন এবং পরির্দশনে প্রেরণ :

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরির্দশন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টীম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শন টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন :

৬.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান :

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ অনুর্ধ্ব ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে জমি না থাকলে **প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সাথে 'প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হবে' মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।**

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারী, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা অনুমতি প্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। **প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদান বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।**

৬.১.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়সীমা অনুমোদন প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর। এই ২ (দুই) বছরের মধ্যে পাঠদানের অনুমোদন না হলে স্থাপনের অনুমোদন স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

৬.১.২ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬. ২ পাঠদানের অনুমতি প্রদান :

স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাঠদানের অনুমতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শন টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেমতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যথার্থতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তারোপসহ সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবে। <u>প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমোদন প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার কেন্দ্র প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করেনা। কেন্দ্র প্রদানের ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষন করে।</u>

৬.৩ পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি :

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান শিক্ষার্থী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার :

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ স্বীকৃতি :

- চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম ধারাবাহিক ভাবে ৩ (তিন) ব্যাচ দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। সকল দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে পারবে।
- প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নিজস্ব অবকাঠামো, জনবল কাঠামো অনুসারে পূর্ণকালীন ন্যূনতম ৫০% শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ থাকতে হবে।
- প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না।

৬.৬ ট্রেড সংযোজন :

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে ট্রেড সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। পরবর্তী কার্যক্রম পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের দুরত্ব ও জনসংখ্যা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তের অনুরূপ হবে।

কোন অবস্থায় ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ট্রেড সংযোজন/আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া যাবে না। ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে পত্র পেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

৬.৭ গ্রুপ বৃদ্ধি :

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী দশম শ্রেণি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামো/শিক্ষক ও ক্লাসরুম বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি গ্রুপ বৃদ্ধির জন্য অ্যাফিলিয়েশন ফিসের ৫০% অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

৭.০ বোর্ড সভার অনুমোদন :

প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি প্রদানের পর বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ আসন সংখ্যা :

প্রতি ট্রেডে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৪০ (চল্লিশ) জন।

৯.০ অ্যাফিলিয়েশন ফি :

পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা দিতে হবে।

১০.০ স্বীকৃতি নবায়ন :

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামাণ্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্তপূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্তপূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ স্থান পরিবর্তন :

ক) প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি (প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের সকল শর্তসমূহ) পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে।

খ) ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারনে, যেমন: নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি। অথবা সরকারের ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে, কাংক্ষিত সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে স্থান পরির্বতন করা যাবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের সকল শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

গ) সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান এমপিও থাকলে পাঠদানের অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কোড নাম্বার অপরিবর্তীত রেখে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা যাবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের ধারা **১২.০** পূরণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা যাবে।

১২.০ নাম পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত কার্যবিবরণীসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সঙ্গত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে তবে প্রতিষ্ঠান কোড অপরিবর্তিত থাকবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড উপযুক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করলে শর্তপূরণ (পরিবর্তীত নামে সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল, জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় ২ (দুই) টি পত্রিকায় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।) হলে তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

১২.১ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে মহিলা প্রতিষ্ঠান সহশিক্ষায় রুপান্তর করা যাবে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধারাটি প্রযোজ্য হবে না।

১৩.০ পাঠ্যক্রম :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ক্লাসরুটিন :

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাসরুটিন প্রণয়ন করে যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ ব্যবহারিক ক্লাস :

শিক্ষার্থীকে দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন :

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ ব্যবহারিক ক্লাসের দ্রব্যাদি :

ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.০ ল্যাব :

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাব সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে।

১৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠান :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হবে।

২১.০ সহপাঠ্য কার্যক্রম :

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বৃক্ষরোপন, রোভারিং/ গার্লস ইন রোভার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, স্কীল্স কাম্পিটিশন, জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২২.০ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.০ শিক্ষার্থীদের পোষাক পরিচ্ছদ :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা, ঐক্য ও শালীনতা এ তিনটি বিশেষ গুণের সমন্বয় সাধন এবং বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দু'ধরনের পোশাক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

২৪.০ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলীও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার :

২৫.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলি পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৫.২ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান শিক্ষার্থী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/ স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নিম্নোক্ত কারণেও বোর্ড প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে ;

(ক) সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে,

(খ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঠিকানা পরিবর্তন করলে।

২৬.০ **সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমুহ প্রযোজ্য হবে।**

২৭.০ **ব্যাখ্যা :**

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.১ **সংরক্ষণ :**

কোন কারণ ব্যতিরেকে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শাখা সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৮.২ **আপীল :**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আপীল কমিটির নিকট আপীল করতে পারবেন। আপিল কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

২৯.০ **অঙ্গীকারনামা প্রদান :**

ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ৩ (তিন) শত টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩ (ক)।

খ) পাঠদানের আবেদনের সাথে উদ্যোক্তাগণকে ৩ (তিন) শত টাকার বা সরকার নির্ধারিত হারে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতিমালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় ল্যাব ম্যাটেরিয়াল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিভূক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। পরিশিষ্ট-৩ (খ)।

৩০. অ্যফিলিয়েশন কমিটি :

(ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদান : **পরিশিষ্ট-৪।**

(খ) ট্রেড সংযোজন : **পরিশিষ্ট-৫।**

৩১. হেফাজতকরণ :

এই নীতিমালা জারীর তারিখ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বের জারীকৃত সকল নীতিমালা ও আদেশ রহিত হবে।

৩২. ট্রেড পরিচিতি : **পরিশিষ্ট-৮।**

(মোঃ আলমগীর)
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-১

ভৌত অবকাঠামো : (স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ২টি ট্রেডের জন্য)

বিবরণ	সংখ্যা	আয়তন
শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	২ টি	৮০০ বঃ ফুঃ
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	২ টি	১২০০ বঃ ফুঃ
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	১ টি	৪০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (পদার্থ)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (রসায়ন)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
সুপারিনটেনডেন্ট এর কক্ষ	১ টি	১৮০ বঃ ফুঃ
ট্রেড ইন্সট্রাকটর/শিক্ষকদের কক্ষ	১ টি	২৪০ বঃ ফুঃ
লাইব্রেরি	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
অফিস কক্ষ	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
কমনরুম মেয়ে	১ টি	৩০০ বঃ ফুঃ
ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট	২ টি	১০০ বঃ ফুঃ
কনফারেন্স হলরুম	১ টি	১০০০ বঃ ফুঃ
ন্যূনতম মোট আয়তন		**৫,২২০ বঃ ফুঃ**

(সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ২টি ট্রেডের জন্য)

বিবরণ	সংখ্যা	আয়তন
শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	২ টি	৮০০ বঃ ফুঃ
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	২ টি	১২০০ বঃ ফুঃ
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	১ টি	৪০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (পদার্থ)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
বিজ্ঞান ল্যাব (রসায়ন)	১ টি	২০০ বঃ ফুঃ
ট্রেড ইন্সট্রাকটর/শিক্ষকদের কক্ষ	১ টি	২৪০ বঃ ফুঃ
কনফারেন্স হলরুম	১ টি	১০০০ বঃ ফুঃ
ন্যূনতম মোট আয়তন		**৪,০৪০ বঃ ফুঃ**

- প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৬-৮ ফুট চওড়া পর্যাপ্ত পরিমান জায়গা বারান্দা/করিডোর হিসেবে থাকতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের মোট আয়তনের ন্যূনতম ১০% গ্রীন স্পেসের জন্য থাকতে হবে।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আগত অভিভাবকগনের জন্য সু-পেয় পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অতিরিক্ত প্রতি ট্রেডের জন্য ১টি শ্রেণি কক্ষ ও ১টি ওয়ার্কশপ/ল্যাব-এর আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে। ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরির দেয়াল ও মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনার জন্য কম্পিউটার ট্রেড অনুমোদন না থাকলেও ২০ (বিশ) টি সচল কম্পিউটার সহ অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউপিএস ও প্রিন্টার থাকতে হবে। কম্পিউটার ট্রেডসহ পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড অনুমোদন থাকলে দুইটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-২

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ।

অফিস কক্ষ (অধ্যক্ষ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	ফুল সেক্রেটারিয়াল টেবিল	০১ টি	
২.	কুশন চেয়ার (আর্মড)	০৫ টি	
৩.	সোফা	০১ সেট	
৪.	ফাইল কেবিনেট	০১ টি	
৫.	ষ্টীল আলমীরা	০১ টি	
৬.	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ)	০১ টি	

টিচার্স কমন রুম :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	লম্বা টেবিল	০১ টি	
২.	আর্মড কুশন চেয়ার	১০ টি	
৩.	ফাইল কেবিনেট	০২ টি	

অফিস কক্ষ/একাডেমিক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কক্ষ : (প্রতিটির জন্য)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	ষ্টীল আলমীরা	০১ টি	
২.	ফাইল কেবিনেট	০২ টি	
৩.	চেয়ার	০৫ টি	

ছাত্রীদের কমনরুম/ছাত্রদের কমনরুম: (প্রতিটির জন্য)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	বেঞ্চ	৪ টি	
২.	প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামাদি		

স্টোর রুম :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	র‍্যাক	১ টি	
২.	প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাবপত্র		

ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মডেল শিক্ষা উপকরন হিসেবে থাকতে হবে।

লাইব্রেরি :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	প্রতি দুইটি ট্রেডের প্রতি গ্রুপের জন্য বইয়ের র‍্যাক	১ টি	
২.	প্রতি ট্রেডের প্রতি গ্রুপের জন্য (চেয়ার+টেবিল)	৫+১ টি	

শ্রেণি কক্ষ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	মন্তব্য
১.	ট্যাবলয়েড চেয়ার প্রতি ট্রেডের প্রতি গ্রুপ	৪০ টি	
২.	লেকচার টেবিল (প্রতি রুম)	১ টি	
৩.	ডায়াস (প্রতি রুম)	১ টি	

ল্যাব ও শপ

প্রতি শপে/ল্যাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার ও টেবিল।

পরিশিষ্ট-৩(ক)

জমির মালিকের ছবি

জমি প্রদানের অঙ্গীকারনামা

(জমির মালিকের নামে ক্রয়কৃত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মূল আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে)

১। আমি/আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, মূল আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত দলিলে আমার/আমাদের নামে নামজারিকৃত ও ভোগদখলে থাকা নিম্নবর্ণিত তফশিলভূক্ত জমি {(অবকাঠামোসহ (যদি থাকে)} প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরসহ নামজারি করে দেয়া হবে।

জমির তফশিল :

ক) জমির চৌহদ্দি

উত্তরে-

দক্ষিণে-

পূর্বে-

পশ্চিমে-

খ) জমির পরিমাণ :

গ) দাগ নম্বর :

ঘ) খতিয়ান নম্বর :

ঙ) মৌজার নাম :

চ) জে এল নং

জমির মালিকের স্বাক্ষর

(নাম) :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

পেশা :

পূর্ণ ঠিকানা :

মোবাইল নং :

ই-মেইল :

২। এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলি সত্য।

৩। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিতে আরোপিত যাবতিয় শর্তাবলি পূরণ করা হবে। আরোপিত শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আমার/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলি অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা ও এস,আর,ও নং ৫২-আইন/৯৬ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

৪। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। কারিগরি শাখাকে প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ অংশের সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ সার্বিক দায় দায়িত্ব বহন করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। এমপিও দাবি করা হবেনা এবং জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি বহণ করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতির স্বাক্ষর	**অধ্যক্ষ/পরিচালক-এর স্বাক্ষর**
(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ) মোবাইল নং ই-মেইল	(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ) মোবাইল নং ই-মেইল

পরিশিষ্ট-৩(খ)

অঙ্গীকারনামা

(সভাপতির নামে ক্রয়কৃত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে)

১। এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হবে।

২। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলি পূরণ করা হবে এবং পরবর্তিতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী পালন করা হবে। কোন শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

৩। যে জমির উপর প্রতিষ্ঠান অবস্থিত, প্রতিষ্ঠানের নামে সেই জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও নামজারি এবং উক্ত জমির উপরে নির্মিত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো সংক্রান্ত দলিলাদিসহ অন্যান্য যে সমস্ত তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র ইতিমধ্যে বোর্ডে জমা দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে পরবর্তীতে সেগুলো ভুয়া প্রমাণিত হলে এবং যে কোন প্রকার অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও প্রতারণার আশ্রয় নিলে এবং পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত যেকোন শর্ত/শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এস,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬-এর প্রবিধান ২০১৩ অনুসারে

পাঠদান/প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের যেকোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবো ।

সভাপতির স্বাক্ষর

(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)
মোবাইল নং
ই-মেইল

অধ্যক্ষ/পরিচালক-এর স্বাক্ষর

(প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের নির্বাহী কমিটি নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)
মোবাইল নং
ই-মেইল

পরিশিষ্ট-৪

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি : (স্থাপন/পাঠদান)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৪.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা	সদস্য
৬.	পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৭.	কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ভোকেশনাল), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

পরিশিষ্ট-৫

অ্যাফিলিয়েশন কমিটি : (ট্রেড সংযোজন)

১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
৩.	সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৪.	পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা	সদস্য
৬.	পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৭.	উপ-পরিদর্শক (ভোকেশনাল), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কমিটির কোন সদস্য অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

পরিশিষ্ট-৬

বিভিন্ন ফরম : (স্থাপন, পাঠদান, ট্রেড সংযোজন)

পরিশিষ্ট-৭

লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা :
প্রতি ট্রেডের জন্য সর্বনিম্ন ৫০০ (পাচঁ শত) কপি।
বইয়ের ধরণঃ

১.	টেকনোলজি ভিত্তিক রেফারেন্স বই	৫০%
২.	বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই	২০%
৩.	সাহিত্য বিষয়ক বই	১০%
৪.	ইতিহাস বিষয়ক বই	১০%
৫.	গবেষণা বিষয়ক বই	৫%
৬.	আত্মজীবনী	৫%

পরিশিষ্ট-৮

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ট্রেডসমূহ

ক্র নং	ট্রেডের নাম	ক্র নং	ট্রেডের নাম
১.	এগ্রোবেসড্ ফুড	১৬.	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন
২.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	১৭.	জেনারেল মেকানিক্স
৩.	অটোমোটিভ	১৮.	লাইভস্টক রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৪.	বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স	১৯.	মেশিন টুলস অপারেশন
৫.	উড ওয়ার্কিং	২০.	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৬.	সিরামিক	২১.	পেশেন্ট কেয়ার
৭.	সিভিল কন্সট্রাকশন	২২.	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
৮.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	২৩.	প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং
৯.	সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৪.	রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
১০.	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৫.	গ্লাস
১১.	ড্রেস মেকিং	২৬.	ফ্লাওয়ার, ফুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন
১২.	ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং	২৭.	উইভিং
১৩.	ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস	২৮.	ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন
১৪.	ফার্ম মেশিনারি	২৯.	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
১৫.	ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং	৩০.	নিটিং
		৩১.	শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং